আলেমে দ্বীন
সাইয়েদ
আবুল আ'লা মওদূদী

আব্বাস আলী খান

আলেমে দীন
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আব্বাস আলী খান

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

শ প্র: ৩৩

আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী

আব্বাস আলী খান

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট

ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮৫

তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০১ ইং

কম্পোজ

কনফিডেন্স কম্পিউটার্স, ঢাকা

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৪০৯২৭১

মূল্য : ১২.০০ টাকা মাত্র

ALEME DEEN MOULANA MAUDOODI By Abbas Ali Khan, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217 , 1st Edition : December 1985, 3rd Print : August 2001, Price Tk. 12.00 Only.

www.pathagar.com

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সে মহান রবকে ভয় করো যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি আর এ দু'জন থেকেই (সারা বিশ্বে) ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ।" [আল কুরআন]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক বই-পুস্তকের আলমারী উজাড় করে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কোরআন পাক পড়লাম তখন সত্যিই মনে হলো যে এ যাবত যা কিছু পড়াশুনা করেছি তা সবই ব্যর্থ হয়েছে। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত হয়েছে। ক্যান্ট, হিগেল, নিশটে, মার্কস এবং দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ আমার কাছে একেবারে শিশু মনে হয়েছে। তাঁদের প্রতি করুণা হয় যে, তাঁরা যে সব সমস্যা সমাধানের জন্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এবং যে সবের উপরে বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে সবের সমাধান পেশ করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে এ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এসব সমস্যার দু'এক কথায় সুষ্ঠু সমাধান পেশ করা হয়েছে। এসব বেচারা যদি এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকতেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের জীবন এভাবে ব্যর্থতায় কাটিয়ে দিতেননা।"

- মাওলানা মওদূদী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- প্রাথমিক কিছু কথা ৫
- তাঁর শিক্ষা জীবন ৬
- কর্মজীবন ৮
- আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী ১২
- কোনো আন্দোলন ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা ১৫
- মাওলানা মওদূদীর অবদান ১৮
- ত্রিশের দশকে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯
- মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে মাওলানা মওদূদী ২০
- তফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান ২৪
- চারিত্রিক গুণাবলী ২৪
- সর্বশেষ কথা ২৫
- মাওলানা মওদূদীর শিক্ষাগত সনদপত্র সমূহ ২৭

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী (রঃ)*

প্রাথমিক কিছু কথা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন এক অতি মযলুম ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় এক দিকে কঠোর শ্রম সাধনায়, অগাধ জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় এবং অপর দিকে বিশ্ব মানবতার কাছে দ্বীন ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে উপস্থাপনায় যেমন তাকে উপস্থাপিত করেছে কোরআন হাকীম। তারপর ইসলামকে যারা বুঝলো এবং সত্য বলে গ্রহণ করলো তাদের কাছে তাঁর দাওয়াত ছিল ইসলামেরই ছাঁচে গোটা জীবন গড়ে তোলার, বাতিল ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম করার। তার জন্যে তাঁকে হাসিমুখে বরণ করতে হয়েছে অজস্র গালি, কটূক্তি, অমূলক অভিযোগ-অপবাদ, বিশেষ শ্রেণীর পক্ষ থেকে ফতোয়ার অবিরত গোলাবর্ষণ, বার বার তাঁকে যেতে হয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, এমন কি ফাঁসিরও অন্ধকার সংকীর্ণ কুঠরিতে। সত্যের পথে সংগ্রামকারী মনীষীবৃন্দের সাথে যুগে যুগে এ ধরনের আচরণই করা হয়েছে বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে। ইতিহাস তাই বলে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই বহুমুখী প্রতিভা এবং উচ্চ ও মহান গুণাবলীর এমন একত্র সমাবেশ যা সমসাময়িক অন্য কারো মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়না। আল্লাহ রাব্বুল ইযযত তাঁকে দান করেছিলেন অসাধারণ ও অতুলনীয় মেধাশক্তি যার ফলে তিনি আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস, তফসীর, ফেকাহ, কালাম শাস্ত্র প্রভৃতিতে গভীর পাণ্ডিত্য লাভের সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান চর্চাও করেন। পাশ্চাত্যের সভ্যতা সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চিন্তাধারা সমালোচনার দৃষ্টিতে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

---

* মওদূদী একাডেমী কর্তৃক বিগত ২২শে অক্টোবর ১৯৮৫ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

www.pathagar.com

তিনি একাধারে ছিলেন আলেমকুল শিরোমণি, দার্শনিক, ইসলামী চিন্তানায়ক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ সংগঠক, বাগ্মী ও সুসাহিত্যিক। তদুপরি তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথা ও কাজে ছিল পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য।

তাঁর শিক্ষা জীবন

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দাক্ষিণাত্যের আওরংগাবাদ শহরে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে ১৯০৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নবী মুস্তাফার (সঃ) পবিত্র বংশের ৩৮ তম অধস্তন পুরুষ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণের পেশা ছিল ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও মানুষের মধ্যে হেদায়াতের আলো পরিবেশন করা। এমনি এক পরিবারে মাওলানা মওদূদী জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী যদিও বংশীয় ঐতিহ্য ভংগ করে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন, তথাপি কুরআন হাদীসের গভীর জ্ঞান আয়ত্ব করেন। তিনি আওরংগাবাদের ইসলামীয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের কাছে সহীহ মুসলিম কামেল ও নাসায়ী কামেল শিক্ষালাভ করে সনদ হাসিল করেন।

তিনি ওকালতি পেশা অবলম্বন করলেও আওরঙ্গাবাদের সেসন জজ মৌলভী মহীউদ্দীন খান সাহেবের সংস্পর্শে আসেন, যিনি একজন অলী ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর পিতা মৌলভী রশীদুদ্দীন খানও ছিলেন একজন অলী ও দরবেশ, যাঁর সাগরেদ মৌলভী মামলুক আলী সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন মৌলভী আহমদ আলী সাহারানপুরী, মৌলভী মুহাম্মদ কাসেম নান্‌তভী, মৌলভী রশীদ আহমদ গাংগুহী, মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব প্রমুখ মনীষীগণ। আহমদ হাসান মওদূদী মৌলভী মহীউদ্দীন খান সাহেবের হাতে বয়আত করে অধিকাংশ সময় যিকির আযকারে মশগুল থেকে একজন দরবেশের মতো জীবন যাপন করেন। ইসলামের এমনি এক আলোক উদ্ভাসিত পরিবার ও পরিবেশে শিশু মওদূদীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।

শিশু মওদূদীর প্রাথমিক শিক্ষা পিতার তত্ত্বাবধানে জনৈক গৃহ শিক্ষকের অধীনে গৃহেই শুরু হয়। ন'বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ীতেই তাঁর বিদ্যাচর্চা চলতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ফেকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাথমিক পুস্তকাদি শেষ করেন। ন'বছর বয়সেই তাঁকে মাদ্রাসায় পাঠানো হয় এবং তেরো বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে তিনি আরবী সাহিত্য, সার্ফ, নাহু, মান্তেক, কাওয়ানীম, ফেকাহ, ফারায়েয, আরবী থেকে উর্দু এবং উর্দু থেকে আরবী তরজমা প্রভৃতি বিষয় সহ মৌলভী পাশ করেন এবং কৃতকার্য ছাত্রদের তালিকায় ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর শাশ্বত নীতি-পদ্ধতি ও হিকমত অনুযায়ী তাঁর সৃষ্টিকুলের হেদায়াত ও সংস্কারের জন্যে যে ব্যক্তিত্বের খেদমত নিতে চান, বয়সের সূচনা কাল থেকেই তাঁকে তদনুযায়ী রুচিপ্রকৃতি, উন্নত ও মহান মানসিকতা এবং তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। সাইয়েদ মওদূদীর বেলায়ও আমরা তাই দেখতে পাই। তাঁর বংশীয় ঐতিহ্য, পারিবারিক পরিবেশ, শিশু কাল থেকেই মহান পিতা ও জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য তাঁর মনের উপর গভীর ছাপ এঁকে দেয়। সেই সাথে খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও মেধাশক্তি ইসলামী জ্ঞান চর্চায় তাঁকে প্রভূত প্রেরণা যোগায়। ফলে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হতে থাকে এবং আলৌকিকভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

মাত্র বারো বছর বয়সে সাইয়েদ মওদূদী সীরাতুন্নবীর উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন যার পাণ্ডুলিপির মাত্র আট পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এতো অল্প বয়সে সীরাত সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান কতোখানি পরিপক্ক এবং ভাষা কতোটা শক্তিশালী ও বেগবান ছিল তা নিম্নের কয়েকটি ছত্র থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় ঃ

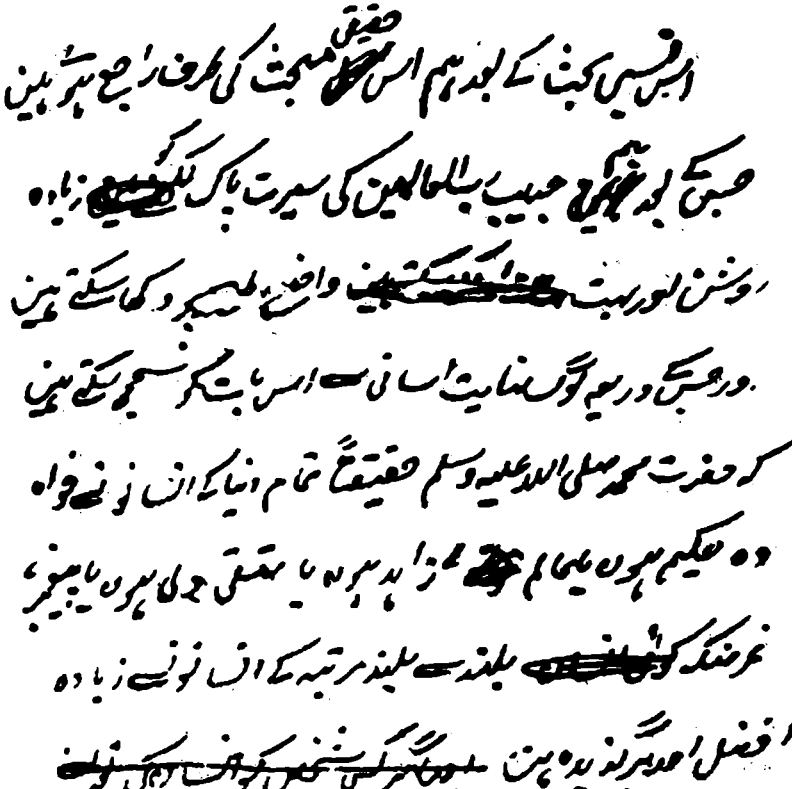

www.pathagar.com

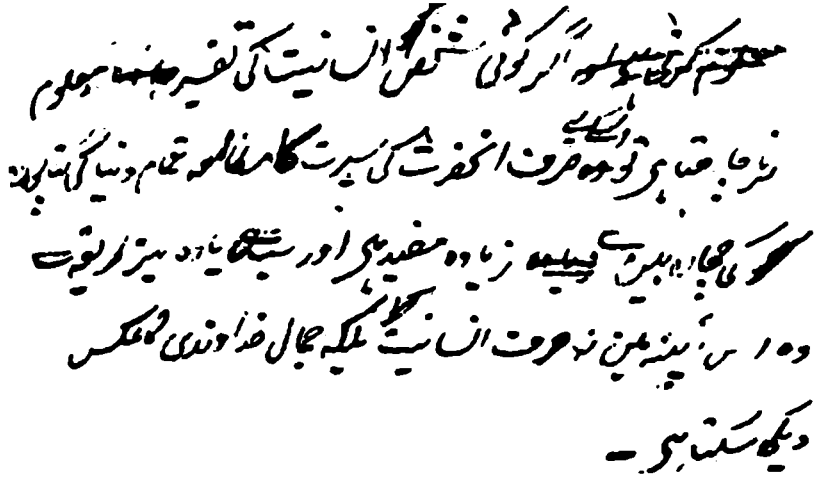

(এ হস্তলিপি মাওলানা মরহুমের বারো বছর বয়সে লেখা উল্লেখিত প্রবন্ধের অংশ যার তরজমা নিম্নে দেয়া হলো। হস্ত লিপির ফটোকপি সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীতে সংরক্ষিত।)

"উপরোক্ত বংশানুক্রমিক আলোচনার পর আমরা এখন সেই মূল আলোচনা করতে চাই যার ফলে আমরা রাব্বুল আলামীনের হাবীবের সীরাত পাককে অধিকতর উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারি এবং যার দ্বারা মানুষ অতি সহজেই এ কথা বুঝতে পারে যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ অপেক্ষা - তা তিনি বিজ্ঞ হোন অথবা জ্ঞানী, সংযমী সাধু পুরুষ হোন অথবা মুত্তাকী, অলী হোন অথবা পয়গম্বর - মোট কথা যে কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ও গুণান্বিত। কেউ যদি মানবতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চায় তাহলে তার জন্যে শুধু নবী মুস্তাফার (সঃ) সীরাত অধ্যয়ন সারা দুনিয়ার যাবতীয় গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে অধিকতর ফলপ্রসু হবে এবং সব চেয়ে উত্তম পন্থায় সে এ দর্পণে শুধু মানবতাই নয়, বরঞ্চ খোদায়ী সৌন্দর্যের প্রতিবিম্বও দেখতে পাবে।"

কর্মজীবন

মৌলভী পরীক্ষা পাশ করার পর পিতা সাইয়েদ মওদূদীকে হায়দরাবাদ দারুল উলুমে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এক বছর অতীত হ'তে না হতেই ভূপালে রুগ্ন পিতার শুশ্রূষার জন্যে তাঁকে দারুল উলুম ছেড়ে চলে যেতে হয়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি

www.pathagar.com

পিতার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। এ সময়ে তাঁকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মূল্যবান প্রবন্ধাদি লিখে অর্থ উপার্জন করতে হয়। ১৯২০ সালে পিতার ইন্তেকালের পর জীবিকার জন্যে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন। মাত্র সতেরো বছর বয়সের বালক মওদূদী জবলপুর থেকে প্রকাশিত 'তাজ' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

"তাজ" পত্রিকা সরকারের কোপানলে পড়ে বন্ধ হওয়ার পর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, এর মুখপত্র 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে সাইয়েদ মওদূদীকে ডেকে নেয়া হয়। দিল্লীতে অবস্থান করতঃ একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের সম্পাদনার কাজ তাঁর উত্তরোত্তর প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়।

হিন্দু শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৯২৬ সালে জনৈক মুসলমান কর্তৃক নিহত হওয়ায় সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগার দাবানল জ্বলে ওঠে। মিঃ গান্ধী বলেন ইসলাম মুসলমানদের হত্যাকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে। আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদকের নিকটে বিভিন্ন স্থান থেকে এধরণের প্রশ্ন আসতে থাকে - 'কিয়া ইসলাম খুনরেযি সিখাতা হ্যায়?' – ইসলাম কি হত্যাকাণ্ড শিক্ষা দেয়?

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর একবার দিল্লী জামে মসজিদে এক বিরাট সমাবেশে দুঃখ করে বলেন - হিন্দুদের প্রচারণার জবাব দেয়ার জন্যে কোন আল্লাহর বান্দাহ্ কি এ দেশে নেই?

তার জবাব তরুণ সম্পাদক সাইয়েদ মওদূদী 'আল জমিয়ত' পত্রিকায় 'ইসলাম কা কানুনে জং' - 'ইসলামের যুদ্ধনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। তাঁর বক্তব্য এই তথ্যবহুল, অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী এবং কুরআন হাদীস সম্মত যে ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম মনীষীবৃন্দকে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে। এ ধারাবাহিক প্রবন্ধ পরে 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম' নামে বিরাট গ্রন্থাকারে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর পরিবেশনায় দারুল মুসান্নেফীন আযমগড় থেকে প্রকাশিত হয়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কিত তথ্য বহুল গ্রন্থ এই প্রথম সাইয়েদ মওদূদী কর্তৃক প্রণীত হয়। এ গ্রন্থে ইসলামী যুদ্ধনীতির সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যুদ্ধনীতিও তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাইয়েদ মওদূদীর খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভা এবং কুরআন ও হাদীসের উপর বিরাট পান্ডিত্য আলেম সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এর সম্পাদক মাওলানা আহমদ সাঈদ 'আল জমিয়ত' পত্রিকায় সাতাশ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন ঃ-

www.pathagar.com

کیا اسلام خونریزی سکھاتا ہے؟

دنیا میں حقیقی امن و صلح کا پیغام اگر کوئی مذہب لایا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ مگر عداوت اور بغض کا برا ہو کہ اس نے مخالفین اسلام کی آنکھوں کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ انکو یہ روشنی نظر نہیں آتی اور وہ بجائے اسلام کی تعلیم کو خونی تعلیم اور اسلام کو خونی مذہب کہتے ہیں۔ مخالفین اسلام کے غلط پروپیگنڈے کی قلعی کھولنے اور

اسلام کی حقیقی اور سچی تعلیم

کو واضح کرنے کے لئے جمعیۃ علماء کے اخبار الجمعیۃ میں ایک پر از معلومات سلسلۂ مضامین شروع کیا جا رہا ہے جو مخالفین کے لئے مشعل ہدایت اور مسلمانوں کیلئے ازدیاد بصیرت کا ذریعہ ہوگا۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلح و جنگ کے احکام کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھیں اور ہندوستان کے تمام قومی و مذہبی معاملات سے بھی ہر حال سے مستفید ہوں تو فوراً ۹ فروری [illegible] سے اخبار الجمعیۃ کو التزام سے پڑھئے۔ اور اپنے احباب و اقربا کو پڑھائیے اور سنائیے۔ ہر مسلمان کا قومی و مذہبی فرض ہے کہ اس حق کی آواز کو دوسرے مسلمانوں تک پہونچا دے۔ بالخصوص اس وقت اہم اسلامی خدمت یہی ہے کہ جمعہ کے روز الجمعیۃ کے مضامین مسلمانوں کو سنا کر ان میں اسلامی تعلیم کی صحیح واقفیت پیدا کریں بلکہ عام مسلمانوں کا طبقہ مخالفین کی تلبیس کی ہنرتوں سے محفوظ رہے۔ الجمعیۃ کی توسیع اشاعت بھی اس مقصد میں ایک مفید اور نتیجہ خیز طریقہ ہے۔

(مولانا) احمد سعید (ناظم جمعیۃ علماء ہند)

الجمعیۃ [illegible]

www.pathagar.com

ইসলাম কি হত্যাকাণ্ড শেখায়?

"দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম যদি কোন মাযহাব দিয়ে থাকে তাহলে তা একমাত্র ইসলাম। কিন্তু শত্রুতা ও বিদ্বেষের মানসিকতা ইসলাম বিরোধীদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। ফলে এ আলোক রশ্মি তারা দেখতে পায়না এবং সর্বদা ইসলামের শিক্ষাকে হত্যার শিক্ষা এবং ইসলামকে হত্যাকাণ্ডের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে। ইসলাম বিরোধীদের ভ্রান্ত প্রচারণার গুমোর ফাঁক করার জন্যে এবং

ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা

সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে 'আল জমিয়ত' পত্রিকায় এক তথ্যবহুল ধারাবাহিক প্রবন্ধের সূচনা করা হচ্ছে যা বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে হেদায়াতের মশাল ও মুসলমানদের অন্তর্দৃষ্টি লাভের উপায় হবে।

যদি আপনারা যুদ্ধ ও সন্ধির নির্দেশাবলী সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী পড়তে ও উপলব্ধি করতে চান এবং ভারতের সকল জাতীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারে সঠিক পথ নির্দেশনা পেতে চান তাহলে দুসরা ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ থেকে 'আল জমিয়ত' পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন। আপন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে পড়ে শুনান। প্রত্যেক মুসলমানের জাতীয় ও ধর্মীয় ফরয হচ্ছে এ হকের আওয়াজ অন্যান্য মুসলমানের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিশেষ করে এ সময়ে মসজিদের ইমামগণের ইসলামী খেদমত এটাই যে, তাঁরা জুমার দিন 'আল-জমিয়তের' এ প্রবন্ধগুলো মুসলমানদেরকে শুনিয়ে তাদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন যাতে করে মুসলিম জনসাধারণ বিরোধীদের প্রতারণার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে।"

(মাওলানা) আহমদ সাঈদ

(সম্পাদক, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ।)

'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' এর মুখপাত্রের পক্ষ থেকে উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি এ কথারই প্রমাণ যে, সাইয়েদ মওদূদী শুধু একজন সাংবাদিকই নন বরঞ্চ ইসলামের একজন সুপণ্ডিত, একজন পত্রিকা সম্পাদকই নন, বরঞ্চ একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনও।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, সাইয়েদ মওদূদী ছাব্বিশের তেরই জানুয়ারী বাইশ বছর বয়সে দারুল উলুম ফতেহপুরী দিল্লীর শিক্ষক মাওলানা শরীফুল্লাহ খান সাহেবের কাছে তফসীরে বয়যাবী, হেদায়া তথা উলুমে আকলিয়া ও আদাবিয়া ও বালাগাত এবং উলুমে আসলিয়া ও ফরুইয়াতে সনদ হাসিল করেন।

www.pathagar.com

আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী

এখন আলেমে দ্বীন পরিভাষাটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আলেমে দ্বীন শব্দদ্বয় মুখে উচ্চারিত হতে অথবা কানে পড়তেই সাধারণতঃ মনের মধ্যে এ ধারণা

পরবর্তী বছর মাদরাসায়ে আলীয়া আরাবীয়া ফতেহপুরী দিল্লী এর মুহাদ্দিস ও ফকীহ মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধলভী সাহেবের নিকট থেকে হাদীস ফেকাহ ও আরবী সাহিত্যে সনদ লাভ করেন।

উপরন্ত পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯২৮ সালে উক্ত মুহাদ্দিসের কাছে সাইয়েদ মওদূদী জামে তিরমিযি ও মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক হাদীস গ্রন্থগুলো শব্দে শব্দে শিক্ষালাভ করেন।

তৎকালীন অন্যতম প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াযীর নিকট সাইয়েদ মওদূদী ফরজ নামাযের পূর্বে এক ঘন্টা করে আরবী ব্যাকরণ সার্ফ, নুহু, মা'কুলাত, মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা করেন।

অতএব, এখন সাইয়েদ মওদূদীকে নিঃসন্দেহে একজন আলেমে দ্বীন বলা যেতে পারে। মজার ব্যাপার এই যে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর পরিচিতির জন্যে না কোনদিন তাঁর বংশের কোন উল্লেখ করেছেন, আর না তাঁর কোন উস্তাদের অথবা তাঁদের দেয়া কোন সনদের উল্লেখ করেছেন। বরঞ্চ এ সনদগুলো তিনি গোপন রেখেছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর পর বহু অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করা হয়। উস্তাদের নাম করে মাওলানা মওদূদীর পরিচয় করিয়ে দেয়া হতোনা কোন দিন যে, তিনি অমুক শায়খের সাগরেদ। বরঞ্চ উস্তাদের পরিচয় এভাবে করিয়ে দেয়া হতো যে অমুক ছিলেন মাওলানা মওদূদীর উস্তাদ। কারণ তাঁর অমূল্য ইলমী অবদানই আলেমে দ্বীন হিসাবে তাঁর পরিচিতির জন্যে যথেষ্ট ছিল।

জাগে যে, যে ব্যক্তি এক বিশেষ ধরনের লেবাস পোষাক পরিধান করেন, বিশেষ কয়ে কোন দার্সে নেসাবের ফারেগ এবং কোন প্রসিদ্ধ দ্বীনী মাদরাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিনিই আলেমে দ্বীন। কিন্তু ব্যাপার প্রকৃত তা নয়। প্রকৃত পক্ষে 'ইলম' না ক 'কা-লা -আকুলু' বিতর্কের কোন নাম আর না মানতেক বা তর্ক শাস্ত্রের ছোট বড়ো বিতর্ক ঝটিকার নাম। বরঞ্চ মর্ম উপলব্ধির নামই 'ইলম' (জ্ঞান)। তা যদি না হয় তাহলে মাদ্রাসা বা কলেজ ইউনিভারসিটির ডিগ্রীকে বড়ো জোর বলা যেতে পারে আক্ষরিক পরিচয়-এ নিগুঢ় তত্ত্ব মাওলানা মওদূদীর জানা ছিল। তাই ত তিনি দিল্লী, ভূপাল ও

www.pathagar.com

হায়দরাবাদের বড়ো বড়ো লাইব্রেরীগুলোতে রক্ষিত সকল গ্রন্থাবলী মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

মাওলানা মওদূদী চল্লিশ সালের ৩১শে মার্চ মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর এক পত্রের জবাবে বলেন –

"প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক বই-পুস্তকের আলমারী উজাড় করে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কোরআন পাক পড়লাম তখন সত্যিই মনে হলো যে এ যাবত যা কিছু পড়াশুনা করেছি তা সবই ব্যর্থ হয়েছে। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত হয়েছে। ক্যান্ট, হিগেল, নিশটে, মার্কস এবং দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ আমার কাছে একেবারে শিশু মনে হয়েছে। তাঁদের প্রতি করুণা হয় যে, তাঁরা যে সব সমস্যা সমাধানের জন্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এবং যে সবের উপরে বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে সবের সমাধান পেশ করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে এ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এসব সমস্যার দু'এক কথায় সুষ্ঠ সমাধান পেশ করা হয়েছে। এসব বেচারা যদি এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকতেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের জীবন এভাবে ব্যর্থতায় কাটিয়ে দিতেননা। আমার সত্যিকার মহোপকারী গ্রন্থ এই একটি (মেরী মুহসিন কিতাব) । এ আমাকে একবারে বদলে দিয়েছে। পশু থেকে মানুষ বানিয়েছে। অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আলোকে এনেছে। এমন এক প্রদীপ এ আমার হাতে দিয়েছে যে, জীবনের যে দিকেই তাকাই না কেন, সত্য আমার কাছে এমন ভাবে প্রতিভাত হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকে না। যে চাবি দিয়ে সব রকমের তালা খোলা যায় তাকে ইংরেজীতে বলে MASTER KEY । কুরআন আমার নিকট MASTER KEY। জীবন সমস্যার যে তালাতেই তা আমি লাগাই, তা চট করে খুলে যায়। যে খোদা এ মহাগ্রন্থ দান করেছেন তাঁর শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই।'

জ্ঞান বিজ্ঞানের ভান্ডার এ গ্রন্থের মর্ম উপলব্ধি করার জন্যে তিনি হাদীসে রসূলের মাধ্যমকে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। ঘনিষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এ দুটির সাথে (কুরআন ও হাদীস) সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বহু বছরের শ্রম সাধনার ফলে অবশেষে নিজের মধ্যে 'এস্তেয়াত' ও 'এস্তেখরাজ' এর যোগ্যতা সৃষ্টি করেন। তার ঝলক আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে।

'আলেমে দ্বীন' পরিভাষাটি বলতে এটাও বুঝায় যে, কুরআন হাদীসে এবং নবী মুস্তাফা (সঃ) এর জীবন চরিতের আলোকে 'দ্বীন' সম্পর্কে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ জ্ঞান যে ব্যক্তির আছে এবং তদনুযায়ী যিনি নিজের গোটা জীবনকে গড়ে তুলেছেন তাঁকেই বলে আলেমে দ্বীন। আলেমে দ্বীনের কাজ তাই বলে শুধু এটাই নয় যে দ্বীন অনুযায়ী তিনি শুধু নিজের জীবনই গড়ে তুলবেন। বরঞ্চ যে দ্বীনকে তিনি সত্য বলে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করেছেন এবং মেনে নিয়েছেন তা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন, তাকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে প্রকাশিত করার আন্দোলন ও সংগ্রাম করবেন।

কিন্তু মুসলমানদের পতন যুগে অমুসলিম শাসকদের অধীনে বহু কাল যাবত গোলামির জীবন যাপন করার ফলে দ্বীনকে সংকীর্ণ অর্থে বুঝবার ও বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ কুরআন পাকের ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। চারটি অংশ নিয়ে সে বিধান গঠিত।

এক ঃ সার্বভৌমত্ব, সর্বোচ্চ সার্বিক ক্ষমতা।

দুই ঃ সার্বভৌমত্বের মুকাবিলায় আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য।

তিন ঃ এ সার্বভৌমত্বের প্রভাবাধীন চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত তাহযিব তামাদ্দুন বা সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ।

চার ঃ সে বিধান মেনে চলার জন্যে পুরস্কার এবং প্রত্যাখ্যান বা লংঘন করার পরিণামে শাস্তি। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত প্রতিদান-প্রতিফল।

কোরআন কখনো প্রথম অর্থে এবং কখনো দ্বিতীয় অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছে। কখনো তৃতীয় অর্থে এবং কখনো চতুর্থ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো 'আদ্দীন' বলে অংশ চতুষ্টয় সমন্বয়ে একটি পূর্ণাংগ বিধানকেই বুঝানো হয়েছে। মাওলানা মওদূদী 'দ্বীন' শব্দের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহে' নামক গ্রন্থে। তাঁর এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কারো দ্বিমত হয়নি, হতেও পারে না।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে দেশের আইনের (LAW OF THE LAND) জন্যে 'দ্বীন' শব্দ ব্যবহার করে দ্বীনের ব্যাপকতা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এর দ্বারা তিনি ঐ সব লোকের দ্বীন সম্পর্কিত ধারণার মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছেন, যারা নবীগণের দাওয়াতকে শুধুমাত্র সাধারণ ধর্মীয় অর্থে এক খোদার পূজা অর্চনার এবং নিছক কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের মধ্যে সীমিত বলে মনে করে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে মানবীয় সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, আইন কানুন এবং এ ধরনের অন্যান্য পার্থিব কাজ কর্মের সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই। অথবা থাকলেও এ সব ব্যাপারে দ্বীনের হেদায়েত নিছক সুপারিশমূলক এবং তা মেনে চললে ত ভালোই। অন্যথায় মানুষের নিজের রচিত নীতিপদ্ধতি মেনে নিতে কোন দোষ নেই। দ্বীন সম্পর্কে এ ধারণা একেবারে গুমরাহিমূলক। মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত এ ধারণার প্রচলন রয়েছে। এ ধারণা মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিমুখ করে রেখেছে যার ফলে মুসলমানগণ কুফর ও জাহেলিয়াতের জীবন বিধানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তা পরিচালনা করতেও প্রস্তুত হয়েছে। অথচ তা কুরআনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কুরআন

www.pathagar.com

পরিস্কার একথা বলে যে নামায রোযা হজ্ব প্রভৃতি যেমন, ধারা 'দ্বীন' তেমনই সে আইন ও নিয়ম নীতিও 'দ্বীন' যার ভিত্তিতে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। অতএব ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম ঃ অর্থ্যাৎ আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র দ্বীন।

"অমাইয়াব তাগী গায়রাল ইসলামে দ্বীনান ফালাইয়ুঁক বালা মিনহু - অর্থ্যাৎ কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, তা কখনো কবুল করা হবেনা।

প্রভৃতি আয়াতগুলোতে যে দ্বীনের আনুগত্যের দাবী করা হয়েছে তার দ্বারা শুধু নামায রোযাই বুঝানো হয়নি বরঞ্চ ইসলামের সামগ্রিক পূর্ণ ব্যবাস্থাই বুঝায়। তা পরিহার করে অন্য কোন বিধান অনুসরণ করা খোদার কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

আলেমে দ্বীন হিসাবে যখন আমরা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর মূল্যায়ন করি তখন জানতে পারি যে, তাঁর দ্বীনী ইলম শুধু ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়াদিতেই সীমিত নয়, বরঞ্চ তিনি দ্বীনকে যেমন ধারা একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান মনে করেন তেমনি পৃথিবীতে প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানকে দ্বীনেরই একটি অংশ এবং দ্বীন উপলব্ধির একটা উপায় মনে করেন। অতএব মাওলানা তাঁর অধ্যয়নের পরিধি তফসীর, হাদীস, ফেকাহ,রাজনীতি,অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রসারিত করে ছিলেন। তিনি কোন বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করে থাকলে তা গভীরভাবে ও পুংখানুপুংখ অধ্যয়নের পরই করেছেন এবং বিষয়টির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর যথাসাধ্য গভীর পর্যালোচনার পরই করেছেন। এ কারণেই তাঁর প্রবন্ধাদি ও গ্রন্থাবলীতে একটি যুক্তিপূর্ণ ও সুদৃঢ় সংগতি দেখতে পাওয়া যায়।

কোনো আন্দোলন ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা

বিগত কয়েক শতাব্দীর ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় বিগত শতাব্দিতে ভারতে 'তাহরিকে মুজাহেদীন' ব্যতীত কোথাও কোন ইসলামী আন্দোলন হয়নি। ফলে ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান না হয়ে কতিপয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব এক ধর্মে রূপান্তরিত হয়। নামায, রোযা, হজ, যাকাত, যিকির আযকার, ইসলামের ওয়ায-নসিহত বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান,মক্তব,মাদারাসা,খানকাহ, কুরআন-হাদীসের আলোচনা ও দীক্ষাদান, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা প্রভৃতিতেই ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এ সব কিছু ইসলাম বহির্ভূত কোন জিনিস নয়, তথাপি শুধু এ সব মুসলমান জাতিকে অধঃপতন ও চরম বিকৃতি থেকে রক্ষা করতে পারেনা।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বিশ্বের বহু মুসলিম মনীষী উপরোক্ত খেদমত আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। তথাপি মুসলিম জাতিকে বিজাতীয় ও বিধর্মী শক্তি বর্গের অধীন গোলামীর জীবন যাপন করতে হয়েছে। বিধর্মী শাসকদের পক্ষ থেকে ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির উপর বার বার আঘাত এসেছে। আলেম সমাজ এ ব্যাপারে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ইসলামী আন্দোলন তথা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' কোথাও না থাকলেও বিভিন্ন দেশে বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারতে যেমন ছিল 'দেওবন্দ' সাহারানপুর, নাদওয়া কোলকাতা মাদ্রাসা, তেমনি মিশরে ছিল জামে আযহার, জামালুদ্দীন আফগানীর শাগরেদ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুহু ও আল্লামা রশীদ রেজা, সিরিয়া ও জর্দানে আল্লামা বদরুদ্দীন আল হুসায়নীর অনুসারীগণ কর্মতৎপর ছিলেন । যতোদিন ইরাকে শায়খ আমজাদ আয যাহাবী জীবিত ছিলেন, ততোদিন তিনি ছিলেন ইসলামের প্রতীক। ফিলিস্তিনে শায়খ ইয্যুদ্দীন আলকেসাম, আলজিরিয়ায় আল্লামা আবদুল হামীদ বিন বাদীস, মরক্কোয় আবদুল করীম রিফী ও তাঁর ভাই আবদুল করীম খিতাবী এবং সুদানে মাহদী সুদানীর অনুসারীগণ ইসলামী প্রচারনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ায়ও একসাথে কয়েকজন মনীষী ইসলামের খেদমতে উৎসর্গীকৃত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুকরী আমীন ও হাশিম আশয়ারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর নাইজেরিয়ায় উপজাতি এলাকায় ওসমান বিন ফাউযীর প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এ সব মহান ব্যক্তি ইসলামের যে প্রশংসনীয় খেদমত করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কর্মতৎপরতা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজেই সীমিত ছিল।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে মুসলিম মনীষীগণ ইতিহাসের প্রতিটি যুগে ইসলামী সংবিধান, আইন, সভ্যতা সংস্কৃতির উপর আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। মাওয়ার্দী হানফীর "আল-আহকামুস সুলতানিয়া", আবুল আলী হাম্বালীর 'আল আহকামুস সুলতানিয়া,' ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 'আসসিয়াসাতুস শারইয়াহ' ইবনে কাইয়্যেমের' আত্তারীকুল হুকমিয়া ছাড়াও ইবনে হাজার ইবনে হাযম, ইমাম শাওকানী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ সবের পূর্বে প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম শাতবীর আল 'মুয়াফেকাত' ও 'আল ই'তেসাম' এ বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণসহ উচ্চমানের গ্রন্থ রচিত হয়। মোট কথা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে শুরু করে ইবনে আবেদীন শামী পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোণামে ইসলামী শাসনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ভারতে তাহরিকে মুজাহেদীনের সাফল্য স্থায়ী হতে না পারায় যাঁরা এ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন তাঁদের উপর বৃটিশ সরকারের অমানুষিক

www.pathagar.com

নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতীয় আলেমগণের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। তাঁদের মনে এ সন্দেহেরও সৃষ্টি হয় যে খেলাফত আলামিনহাজির রেসালাত কখনো সম্ভব হবেনা। ফলে মুসলিম জনসাধারণ আলেমদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে যা অতীতে কোনদিন হয়নি। তদুপরি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো বহুদিন যাবত গোলামির জীবন যাপন করার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রভাব মুসলমানদের মনের উপর এমন বিস্তার লাভ করে যে ইসলামের মূল চিন্তাধারা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খৃষ্টান জগতের ন্যায় ধর্ম ও রাজনীতিকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক মনে করতে থাকে। এ বিকৃত ধারণা আলেমগণও পোষণ করতে থাকেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মিশরে আলী আবদুর রায্যাক 'আল ইসলাম ওয়াল উসূলুল হুকুম' নামক গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রাজনৈতিক জীবনের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্যি এর প্রতিবাদে কয়েকখানা গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন রশীদ রেযার 'আল খিলাফাতু ওয়াল ইমামাতুল কুবরা' এবং শায়খুল ইসলাম সাবরী আফেন্দীর 'আল নাকীর আলা মুনকারিন নি'মাতে মিনাদ্দীনে ওয়াল খেলাফতে ওয়াল উম্মাহ' গ্রন্থগুলোতে আবদুর রায্যাকের ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন করা হয়। তুরস্কের নাস্তিক্যবাদীগণ ইসলামের আকীদাহ বিশ্বাস ও শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করলে সাবরী আফেন্দী 'মওকেফুল ইসলাম-মিনাল ইলমে ওয়াল আকলে' গ্রন্থ লিখে তার দাঁতভাঙা জবাব দেন। এভাবে জর্যি যায়দান 'তারীখুত্তামাদ্দুনিল ইসলাম ' গ্রন্থে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকৃত করার চেষ্টা করলে শুধু মিশরের আলেমগণই নন ভারতের মাওলানা শিবলী নোমানীও সেসবের জবাব দেন।

এভাবে কতিপয় মুসলিম মনীষী গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামের যে বিরাট খেদমত করেছেন তা অনস্বীকার্য এবং তাঁদের গ্রন্থাবলী ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারকে যে সমৃদ্ধ করেছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব চিন্তাধারাকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্যে যেহেতু কোনো ইসলামী জামায়াত ও আন্দোলন ছিলনা সেজন্যে তা গ্রন্থাবলীর মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে। জনগণের মধ্যে কোনো জাগরণ সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে ইমলাম বিরোধী আদর্শ বা জাহেলিয়াত সর্বত্র রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

এদিক দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা ছিল অতীব বেদনাদায়ক। যারা একদিন বিজয়ীর বেশে এ দেশে এসেছিল, এদেশকে আপন দেশ মনে করে এদেশে এক হাজার বছর যারা শাসন পরিচালনা করেছে, তারা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকেই বিতাড়িত হয়নি, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের অধঃপতন সূচিত হয়। এরা ইংরেজ শাসক ও হিন্দুজাতির আক্রোশ ও প্রতিহিংসার

www.pathagar.com

শিকার হয়ে পড়েছিল। তদুপরি ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা তাদের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত করে। বিশেষ করে শিক্ষিত যুব সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির যাদুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে পড়ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারত সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে একজাতীয়তার জালে আবদ্ধ করে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

মাওলানা মওদূদীর অবদান

এমন সময়ে এ শতাব্দির প্রারম্ভেই মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির বাণী নিয়ে এক যুগ ও ইতিহাস শ্রষ্ঠা মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হলেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী। উনিশ শ আটাশ সালে সাংবাদিকতা পরিত্যাগ করে মাওলানা মওদূদী ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে তিনি অত্যন্ত আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। হায়দরাবাদের ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানীর প্রচেষ্টায় দুই দুইবার মাওলানাকে সম্মানজনক পদে নিয়োগ পত্র দেয়া হয় কিন্তু তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দুইবারই তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের খেদমত করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য সে সময়ে একজন প্রতিভাবান মর্দে মুমেন ও মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজনও ছিল অত্যধিক। তর্জুমানুল কুরআন নামে একটি মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা এ খেদমত আঞ্জাম দেয়া শুরু করেন।

তাঁর সম্পাদনায় ১৯৩২ সালে তর্জুমানুল কুরআনের প্রথম সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় মাওলানা বলেন -

"ইসলামকে তার প্রকৃত আলোকে পেশ করতে হবে, যে আলোকে কুরআন হাকীম তাকে পেশ করেছে।"

পঞ্চম পৃষ্ঠায় বলেন - "মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই কুরআনকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে এবং ঐ সব সন্দেহ সংশয় দূর করতে হবে যা কুরআন অধ্যয়নকারীদের মনে সৃষ্টি হয়।"

ইসলামকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্যে প্রয়োজন ছিল পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার যাদুর প্রভাব নস্যাৎ করা। সূচনাতেই মাওলানা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"এ সময়ে কাজের যে ক্রমিক ধারা আমার মনে রয়েছে তা এই যে, সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রভাব দূর করা যা মুসলমানদের প্রতিভাবান লোকদের মন মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ কথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামের নিজস্ব একটি জীবন বিধান রয়েছে, নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, নিজস্ব চিন্তাধারা ও নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আছে যা সব দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও

www.pathagar.com

তৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাদের মন থেকে এ ধারণা দূর করতে হবে যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে তাদেরকে কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে হবেনা। তাদেরকে বলে দিতে হবে তোমাদের নিজস্ব এক জীবন বিধান আছে যা দুনিয়ার সকল জীবন বিধান থেকে উৎকৃষ্টতর। কঠোর সমালোচনা করে তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে যে, পাশ্চাত্যের যে ব্যবস্থার প্রতি তারা মন্ত্রমুগ্ধ তার প্রতিটি দিক ও বিভাগে কি কি দুর্বলতা রয়েছে।"

মাওলানা মওদূদীর জীবনের লক্ষ্য ছিল ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন পুনর্জীবিত করা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন -

"আমার লক্ষ্য ইসলামী আন্দোলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনর্জীবন। আমাকে ক্রমান্বয়ে আমার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হয়েছে। তর্জুমানুল কুরআনের জীবনের প্রথম চার বছর (১৯৩২-৩৬) এ চেষ্টায় অতিবাহিত হয় যে, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গোমরাহির যে যে রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে তা ধরিয়ে দেয়া এবং ইসলাম থেকে দৈনন্দিন যে দূরত্ব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল তা প্রতিহত করা।"

আল্লাহতায়ালা মাওলানা মওদূদীকে ক্ষুরধার লেখনী শক্তি দান করেছিলেন এবং তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতা সংস্কৃতি "এক্সরে" করে তার ত্রুটি বিচ্যুতি, অন্তঃসারশূন্যতা এবং অনিষ্টকারীতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন একটি আত্মবিস্মৃত জাতির মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে যে যে ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন, একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের মতো মাওলানা মওদূদী তদনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে উপযোগী ইসলামী সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত সাবলিল, যুক্তিপূর্ণ, শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে অর্ধ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের কাছে তা সমানভাবে বোধগম্য ও সমাদৃত।

ত্রিশের দশকে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ-

১৯৩৩ ঃ ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, মাসআলায়ে জবর ও কদর।

১৯৩৪ ঃ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, তাফহীমাত ১ম ও ২য় খণ্ড -

১৯৩৫ ঃ স্বামী স্ত্রীর অধিকার, ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ -

১৯৩৬-৩৭ ঃ ইসলাম পরিচিতি, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, পর্দা ও ইসলাম -

১৯৩৮ ঃ ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামী ইবাদতের একটি তাত্ত্বিক আলোচনা, মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ ১ম,২য় ও ৩য় খণ্ড (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান)।

www.pathagar.com

তাঁর এসব অমূল্য গ্রন্থাবলী তাঁকে একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনেরই মর্যাদায় ভূষিত করে। তাঁর ছোট বড় গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। পৃথিবীর প্রায় ৪০টি ভাষায় তার অনেকগুলো অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে।

একজন সত্যিকার আলেমে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ইলমের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর আমল আখলাক, চরিত্র ও আচার আচরণে। সেজন্যে তাঁর সংস্পর্শে এলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। মাওলানা মওদূদীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও ছিল তাই। বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন দেশের অগণিত মানুষ তাঁর বাসভবন সংলগ্ন উদ্যানে অনুষ্ঠিত প্রতিদিনের বৈকালীন আসরে তাঁর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ লাভ করার পর যখন বিদায় গ্রহন করতেন, তখন নিয়ে যেতেন বুক ভরা ঈমানের নূর, ইসলামের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, এবং আল্লাহর পথে চলার দৃঢ় সংকল্প। মাওলানার কাছে প্রশ্ন করে অনেকের ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সন্দেহ সংশয় দূর হয়ে যেতো। তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণকারী কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপচারি করার পর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন । এমন কি এমন ঘটনা ঘটতেও দেখা গেছে যে, কোনো ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র গোপন করে তাঁর আসরে যোগদান করেছে অতঃপর তাঁর ইসলামী জ্ঞান গরিমার পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুরী লক্ষ্য করে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে। একজন খোদা প্রেমিক আলেমে দ্বীনের এইত পরিচয়। তিনি শুধু নবী পাকের (সঃ) বংশধরই ছিলেননা, তাঁর প্রকৃত ওয়ারিশও ছিলেন। ধন সম্পদের ওয়ারিশ নয়, নবীর অহী ভিত্তিক ইলমের ওয়ারিশ। সে ইলমের ভিত্তিতে নবীর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে তিনি পুনর্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামও করেছেন সারাজীবন।

মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে মাওলানা মওদূদী

খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানগণ চরম নৈরাশ্যের শিকার হয়ে একেবারে পথ হারা হয়ে পড়ে । বিশেষ করে মাওলানা মুহাম্মদ আলীর ইন্তেকালের পরে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবার আর কেউ রইলনা। এসময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করা হয় । বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তাদেরকে ভারত থেকে বিদয় গ্রহণ করতেই হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতেই ক্ষমতা অর্পিত হবে, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র অনুযায়ী এ এক অবধারিত সত্য। এ হস্তান্তর কার্য পাকাপোক্ত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একজাতীয়তার জোরদার প্রচারণা শুরু হয়। অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বী এক জাতি এবং কংগ্রেস তাদের সকলের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দুজাতি ভারতের সমগ্র অধিবাসীদের প্রায় তিন

www.pathagar.com

চতুর্থাংশ। উপরন্তু একজাতীয়তা সর্বস্বীকৃত হলে কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোনো দল উপদলের অস্তিত্ব থাকেনা; এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। একজাতীয়তাবাদ মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে একদিকে শুদ্ধি আন্দোলন এবং অপর দিকে Muslim Mass Contract Movement ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এইযে, মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা নির্মূল করে, তাদেরকে হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার করার যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল তা তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারলেননা।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, আবহমান কাল থেকে ওলামায়ে কেরাম মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। তাই মুসলিম জনসাধারণ তাদের এ চরম মুহূর্তে আলেমদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু আলেমদের পক্ষ থেকে তাদেরকে আত্মহত্যার পথই দেখানো হলো। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ছিল ভারতীয় আলেমদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। জমিয়ত তিরিশের দশকে একজাতীয়তাবাদ সমর্থন করে। শুধু তাই নয়, দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী মরহুম এক জাতীয়তার সমর্থনে একজাতীয়তা ও ইসলাম নামে একখানা গ্রন্থও প্রকাশ করেন। এমনকি দিল্লী জামে মসজিদের মেহরাব মেম্বার থেকে ঘোষণা করেন জন্মভূমিই জাতীয়তার ভিত্তি। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বাইরে যে সব আলেম ছিলেন তাঁরা এর কোন প্রতিবাদ করার সাহস করেননি।

ইসলাম মানুষকে স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার যে অধিকার দিয়েছে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সীমা অতিক্রম করলেই সে স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হয়। নবী ব্যতীত প্রত্যেক মানুষ ভুল করতে পারে এবং করেও থাকে। তার সাথে একমত না হওয়ার অধিকারও প্রত্যেকের আছে। কোন বিতর্কিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সঃ) সুস্পষ্ট বক্তব্যের আলোকেই করতে হবে। কিন্তু কারো প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সীমা অতিক্রম করলে তাকে সকল ভুল-ত্রুটির উর্ধে মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়। ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে জড়তা ও স্থবিরতা মানসিক গোলামি এনে দেয়। বুযুর্গানে কওমের প্রতি এ ধরনের অতি ভক্তি এবং সেই সাথে চিন্তার স্থবিরতা ইয়াহুদ নাসারাদেরকে তাদের বযুর্গানে কওম তথা আহবাব ও রাহবারদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছিল, কুরআন তীব্র ভাষায় যার সমালোচনা করেছে।

মাওলানা মওদূদী তাঁর মাসিক তর্জুমানুল কুরআনে 'মাস্য়ালায়ে কাওমিয়াত,' শীর্ষক এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটা তিনি লিখেছিলেন মাদানী মরহুমের 'মুত্তাহিদা কওমিয়াত আওর ইসলাম' পুস্তকের প্রতিবাদে। তিনি কুরআন হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের কষ্টি পাথরে প্রমাণ করেন

www.pathagar.com

যে অমুসলিমদের সাথে মিলে মুসলমান কখনো এক জাতি হতে পারেনা। অথচ মাদানী মরহুম তাঁর গ্রন্থে তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। মাওলানা মওদূদীর 'মাস্‌য়ালায়ে কাওমিয়াত' হিন্দু ভারতের এক জাতীয়তার ভিত্তিতে রামরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সাধ ভেঙে দেয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে। অন্য কারো মুখ থেকে 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' গ্রন্থের বিরুদ্ধে টু শব্দটি শুনা যায়নি। শুধু আল্লামা ইকবাল তাঁর রোগ শয্যা থেকে কয়েকছত্র কবিতার তীর ছুঁড়েছিলেন।

মাওলানা মওদূদী তাঁর 'মাস্‌য়ালায়ে কাওমিয়াতে' একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, ইসলামী জাতীয়তা কোন বর্ণ, বংশ, ভাষা অথবা জন্মভূমির ভিত্তিতে হয়না - হয় ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে। তাঁর 'মাস্‌য়ালায়ে কাওমিয়াত ও ইসলাম' এবং 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' মুসলমানদের মধ্যে এক নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে। তাদেরকে পথের সন্ধান দান করে এবং হিন্দুজাতির মধ্যে মিলে-মিশে একাকার হওয়া থেকে রক্ষা করে।

একচল্লিশ সালে মাওলানা মওদূদী ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি আদর্শবাদী ইসলামী দল গঠন করেন। ১৯৪০-৪১ সালে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো -

ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন, ইসলামী বিপ্লবের পথ, এক আহম এস্তেফতা, কারআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা,অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান।

পরবর্তী কালে অবশ্যি আমরা তাঁকে ইমাম মালেক (রঃ) ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) এর পদাংক অনুসরণ করে চলতেই দেখেছি এবং প্রতিটি পদে পদে ইলম ও আমলের একত্র সমাবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অতীব মহান ও গরিয়ান করে তুলেছে।

ইসলামী আন্দোলনের উৎসই যেহেতু আল-কুরআন এবং নবী মুহাম্মদের (সঃ) তেইশ বছর ব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে পথ নির্দেশনার জন্যেই বিভিন্ন সময়ে কালামে পাক নাযিল হয়েছে তাই মাওলানা অনুধাবন করেছিলেন যে কুরআন পাককে তার উদ্দেশ্য ও মর্মসহ সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে না পারলে ইসলামী আন্দোলন অর্থহীন হ'য়ে পড়বে। তাই তিনি তাঁর অজস্র সাহিত্য রচনার সাথে সাথে কুরআন পাকের তাফসীর করার কাজেও হাতদেন তাঁর এ তরজমা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে "তাফহীমুল কুরআন" (Towards Understanding the Quraan বা কুরআন উপলব্ধি) বলে আখ্যায়িত করেন। এ নামকরণ সত্যিই অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। তাঁর প্রকাশভংগীও অত্যন্ত

www.pathagar.com

হৃদয়গ্রাহী। যার ফলে কুরআনের উদ্দেশ্য ও মর্ম পাঠকের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। প্রকৃত পক্ষে তাফহীমুল কুরআন ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস , সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন জ্ঞানের এক বিশ্বকোষ। আগামী শতাব্দীগুলোর জন্যে এ একটি জীবন্ত ও শাশ্বত গ্রন্থ হিসাবে হেদায়েতের আলো বিকিরণ করতে থাকবে।

তাফহীমুল কুরআন রচনা কালে মাওলানার সামনে থাকতো বিশেষ করে যমখশরীর 'কাশশাফ আন্ হাকায়েকুত্তানযীল, আল্লামা ইবনে কাসীরের 'তাফসীরুল কুরআনিল আলীম.' আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর জামেউল বায়ান, ইমাম রাযীর মাফাতিহুল গায়েব অর্থাৎ তাফসীরুল কবীর, আল্লামা আলুসীর রুহুল মায়ানী, আবু বকর জাসসাসের আহকামুল কুরআন এবং ইবনুল আরাবী মালেকীর আহকামুল কুরআন।

তাফহীমুল কুরআনের অন্যতম বেশিষ্ট্য এই যে আধুনিক মন মানসিকতাকে সামনে রেখে মাওলানা এর টীকায় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাদান করেছেন। আরবী অভিধান, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কোন প্রকার অবতারণা না করে সহজ সরল ভাষায় আধুনিক যুগের সমস্যাগুলো পেশ করেছেন। কুরআন পাঠকালে পাঠকের মনে যে সব সন্দেহ সংশয় ও প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে সে সবের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত করেছেন।

তাফহীমুল কোরআনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে এর মাধ্যমে মাওলানা নবী(সঃ) এর সীরাত পাকের উপর প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। কোরআন পাকের ধারক ও বাহক নবী মুস্তাফার (সঃ) সত্যিকার পরিচয় দান করে তাঁর প্রতি পাঠকের অগাধ প্রেম ও ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন।

তাফহীমুল কুরআনের টীকায় সীরাতের পূর্ণাংগ আলোচনা সত্ত্বেও সীরাতে সরওয়ারে আলম নামে মাওলানা সীরাত পাকের এক অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন যা কয়েক খন্ডে প্রকাশিত হয়। সুন্নাত কি আইনী হায়সিয়াত অর্থাৎ সুন্নাতের আইনানুগ মর্যাদা নামে আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে মাওলানা সুন্নতের আইনগত মর্যাদাকে প্রমাণিত করেছেন যা ইসলামী আইনের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। সেই সাথে হাদীস অস্বীকারকারীদের একটা ফেৎনা যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল,এ গ্রন্থের দ্বারা সে ফেৎনার মূলোৎপাটিত হয় ।

তাফহীমুল কুরআন সবচেয়ে বেশী সমাদৃত হয়েছে শিক্ষিত যুবসমাজের কাছে যার ফলে অসংখ্য অগণিত যুবক পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার বন্ধন ছিন্ন করে ইসলামের জন্যে নিজেদেরকেও উৎসর্গীকৃত করেছেন।

www.pathagar.com

তফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান

হাদীস অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে বোখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থ থেকে বেছে বেছে এমন পনেরো বিশটি হাদীস পেশ করা হয় যা সাধারণ বুদ্ধি বিবেকের কষ্টি পাথরে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এর ভিত্তিতে হাদীস অমান্যকারীগণ গোটা হাদীস শাস্ত্রকে অমূলক ও অবিশ্বাস্য প্রমাণ করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে হাদীস সম্পর্কে দক্ষতা রাখেন এমন অনেকের মনেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাঁরা মাওলানার কাছে এ সবের ব্যাখ্যা দাবী করলে তিনি সে সবের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে এ সবের সত্যতা প্রমাণ করেন যে, সে সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান হয়। এমনি কুরআনের তফসীরের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক অনুসন্ধিৎসু মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করেন। এভাবে তিনি হাদীস ও তফসীর শাস্ত্রে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হন।(রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খন্ড দ্রঃ)

সোসালিজম, কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, কাদিয়ানীবাদ, ভাষাভিত্তিক ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি 'ইজম' ও মতবাদগুলো ইসলামের মূল প্রাণশক্তি গ্রাস করছিল। আলেমে দ্বীন ও ইসলামের বলিষ্ঠ মুখপাত্র হিসাবে মাওলানা মওদূদী এ সব জাহেলী মতবাদের কোমর ভেঙে দেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি ইসলামের যে অশেষ খেদমত করেছেন তা বিগত কয়েক শতাব্দীতে আর কেউ করতে পারেননি।

মাওলানা মওদূদীর ইল্মী বা বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান এতো ব্যাপক, বিরাট ও বহুমুখী যে একজন সত্যিকার আলেমে দ্বীনের ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন।

ষাটের দশকে লেখা তাঁর 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' উপমহাদেশে প্রতিবাদ সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করে। কিন্তু এ একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য তথ্য ভিত্তিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। খেলাফত কিভাবে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো তার কারণগুলো অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

চারিত্রিক গুণাবলী

একজন আলেমে দ্বীনের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে খোদার ভয় খোদার জন্যে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়ার দৃঢ় মনোবল এবং একমাত্র খোদার প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুল সবর ও সহনশীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সব কয়টিতেই তিনি কামালাত বা পূর্ণত্ব লাভ করেন।

চরম বিপদ জনক মুহূর্তে, স্বাভাবিক দুঃখদৈন্যে, পুলিশের আবেষ্টনীতে জেলের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে এবং মৃত্যুদন্ড শ্রবণে তাঁর যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় পাওয়া গেছে তার তুলনা বিরল।

www.pathagar.com

কিছু রাজনীতিক ও তথাকথিত বুযর্গানে কওমের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবিরত গালি বর্ষণ হয়েছে, অমূলক অপবাদ ও ফতোয়াবাজি হয়েছে। তাদের প্রতি তিনি কোনো দিন মুখ খুলেননি। বরঞ্চ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন চিরদিনের জন্য। এসব তথাকথিত আলেমে দ্বীন ও বুযর্গানে কওমের কণা মাত্র খোদাভীতি ও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি থাকলে একজনের বিরুদ্ধে এ ধরনের পরিকল্পিত উপায়ে অভিযান পরিচালনা করতেননা। এতে তাঁরা ইসলামের দুশমনদের উদ্দেশ্য পূরণেই সাহায্য করেছেন। এসব লোক সম্পর্কে মাওলানা বলেন, আমি বুঝতে পারছি তারা আমার নেকীর পাল্লা ভারী করার কাজে লেগে আছে। তার জন্যে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাকে 'আল ইমাম' 'আল উস্তায' মওদূদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাদের কোন ইলমী অবদান ও একামতে দ্বীনের খেদমত বলে কিছু নেই। যারা ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের এক জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী হ'য়ে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতায় সোচ্চার ছিলেন , তাঁরা এবং তাঁদের অন্ধ ভক্ত অনুরক্তগণই মাওলানার বিরুদ্ধে কাদা ছড়াবার কাজ করে আসছেন।

সর্বশেষ কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সারা জীবনের কর্মসাধনার সঠিক মূল্যায়ন করলে এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয় যে, একজন বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি নিম্নলিখিত দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

১. সমসাময়িক বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর ইসলামের মধ্যে কতখানি বিকৃতি এসেছে,তার দেহের ভেতর জাহেলিয়াত কোথায় এবং কতটুকু অনুপ্রবেশ করেছে,কোন্ পথে তার আগমন, কোথায় তার শিকড় এবং বিস্তৃতি তার কতখানি এসব কিছু নির্ণয় করে তিনি ইসলামকে তার সঠিকরূপে তুলে ধরেছেন।

২. কোথায় আঘাত হানলে জাহেলিয়াতের বাঁধন ছিন্ন হবে এবং ইসলাম পুনরায় একটি শক্তি হিসাবে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে তার জন্যে তিনি ব্যাপক সংস্কার সংশোধনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা পেশ করেছেন এবং তদনুযায়ী কাজও চলছে।

৩. তিনি মানুষের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন । অর্থাৎ মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, জীবন দর্শন , মন মানসিকতা ও আমল আখলাক ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার তিনি সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

৪. বংশানুক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত রসম রেওয়াজ এবং ইসলামের নামে যে সব নতুন নতুন বিদআত মুসলিম সমাজে দানা বেঁধেছে তার মূলোৎপাটন করে তিনি

www.pathagar.com

শরীয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার প্রেরণা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামী নেতৃত্বের যোগ্য লোক তৈরী করেছেন।

৫. ইসলামের দুশমন শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual) প্রতিরোধ করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছেন।

৬. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন যাতে করে জাহেলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্ব ও প্রভূত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামী নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ করা যায়।

৭. তিনি ইসলামী চরিত্র গঠনের এমন এক পদ্ধতির প্রচলন করে গেছেন যাতে করে আমল আখলাকে মুনাফেকী তথা কথা ও কাজের মধ্যে বৈষম্য দেখতে পাওয়া না যায়।

৮. দ্বীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতেহাদের যোগ্যতাও তাঁর ছিল । অর্থাৎ দ্বীনের মূলনীতি ও প্রাণশক্তিকে অক্ষুন্ন ও অমলিন রেখে সমকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শরীয়তের বিধানকে সঙ্গতিশীল করে পেশ করার যোগ্যতাও তাঁর ছিল।

৯. উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো হাসিলের জন্যে তিনি এক বিশ্বজনীন আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন, যার ফলে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী পুণর্জাগরণের গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছে।

উপরোক্ত কাজগুলো নিঃসন্দেহে একজন মুজাদ্দিদেরই কাজ এবং তাঁকে একজন মুজাদ্দিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হোক বা না হোক তিনি যে এসব কাজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বিশ্বের যেখানেই আজ ইসলামের গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছে তার পেছনে রয়েছে তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার ও চিন্তাধারা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব। এসব কারণেই তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর শিক্ষাগত সনদপত্র সমূহ

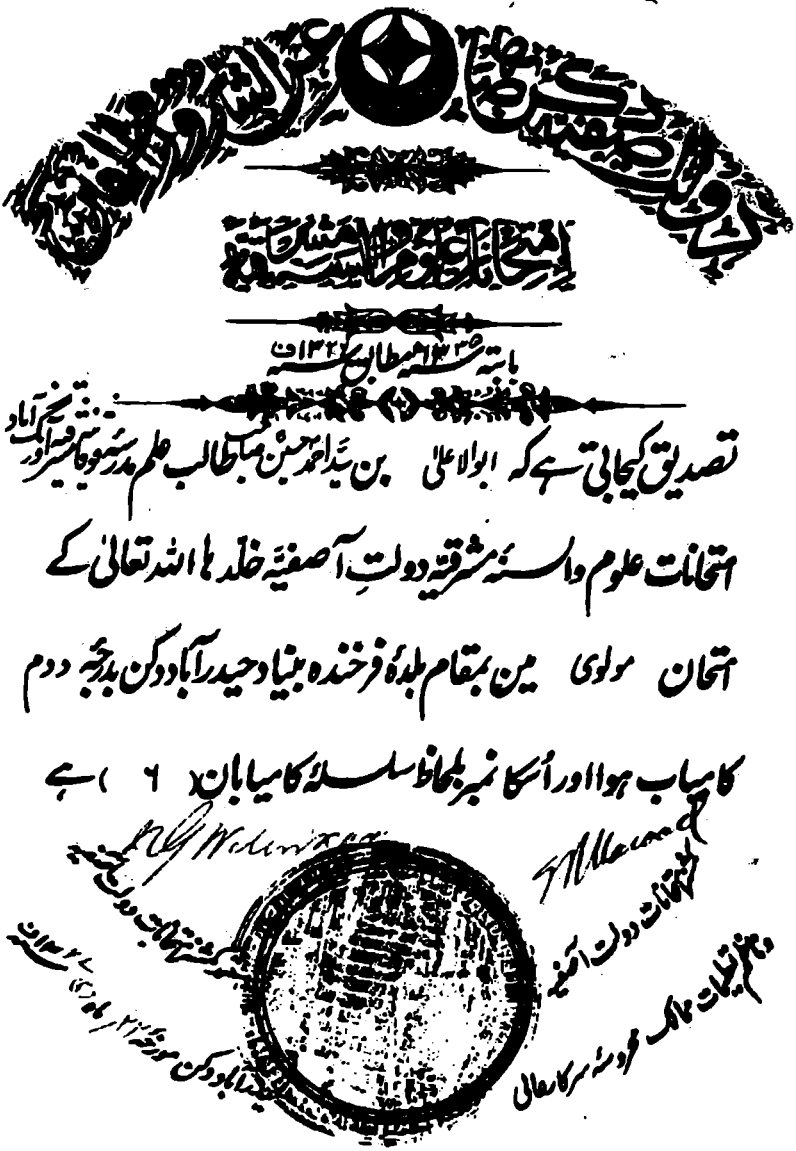

১৩৩৫ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ ঈসায়ী সালে১৩ বছর বয়সে মাওলানা মওদূদী (রঃ) মৌলবী (মেট্রিক) পাশ করেন। সার্টিফিকেট থেকে দেখা যায় তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان الملك الحی الذی لاینام ولایموت سبوح قدوس ربنا ورب الملئکة والروح، عالم الغیب والشهادة، وهو اللطیف الخبیر، والصلوٰة والسلام علی حبیبه الاعظم وخلیله الاکرم، سید ولد آدم، وصفوة الصفوة من جمیع العالم محمد المصطفیٰ وعلی آله المجتبیٰ

وبعد فان العلوم علی تشعب فنونها وتکثر شجونها ارفع المطالب وانفع المآدب، وقد من الله تعالیٰ من عباده علی من اعتنیٰ لطلبها واخذها وفاز بحصولها واتقانها، وکان منهم من حوی الفضائل الانسیة ورقی المعارج السنیة فقرأ جملة الکتب الانتهائیة من العلوم العقلیة والنقلیة والادبیة بغایة من التحقیق ونهایة من التدقیق، فبرع فیما قرأ علیّ، وهو الفاضل الذکی والمتوقد الالمعی المولوی السید ابو الاعلیٰ المودودی، وبعد البلوغ مرتبة التکمیل، طلب منی اجازة عامة لعلوم العقلیة والبلاغة، والادبیة وسائر العلوم الاصلیة والفرعیة، فاسعفته بمطلوبه ومرغوبه وارجو منه ان لاینسانی من صالح دعواته فی جمیع اوقاته واوصیه و ایای بتقوی الله فی السر والعلن، ومتابعة الکتاب والسنن، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوٰة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آله وصحبه اجمعین

حرره المجیز الحقیر الراجی الی الله محمد شریف الله عفی عنه الله المدرس فی مدرسة دار العلوم فتحپوری دهلی.

۲۲ جمادی الثانی ۱۳۴۴ھ

১৩৪৪ হিজরীতে (১৯২৬ইং) মাওলানা মওদূদী (রঃ) ২২ বছর বয়সে দিল্লীর দারুল উলূম ফতেহপুরীর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ শরীক উল্লাহ খান থেকে ভাষা সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সার্টিফিকেট লাভ করেন।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتأزر بإزار العظمة والعلاء، المرتدي برداء المجد والعزة والكبرياء، اللهم لا نحصي عليك الثناء، انت كما اثنيت على نفسك بلا امتراء، فانت الملهم من درك العقول والظنون والاوهام وراء الوراء، ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء، سبحانك ما اعظم شانك، و احكم برهانك، مننت علينا بارسال الرسل، وكرمتنا بانزال الكتب من السماء، وهديتنا الملة الحنفية البهية السهلة البيضاء، التي ليلها ونهارها سواء، وعلمتنا من العلوم النبوية والحكم المصطفوية ما لم نعلم فعلونا به مدارج السماء۔

اللهم فصل وسلم، وزد وتفضل، وبارك وانعم، على سيدنا سيد الرسل وخير خلقك عبدك محمد، داعي الخلق والهادي الى الحق، الماحي سبل الضلال والفسق، تنور العالم بنور هدايته وضيائه، وتزينت السماء والارض بزينته وبهائه، وعلى آله واصحابه،

اما بعد فان اخانا في الدين السيد ابا الاعلى المودودي قد قرأ علي الحديث والفقه والادب، واني قرأت مبادي الكتب في المكتب الامدادية ثم بعد ذلك دخلت في المدرسة العالية بمظاهر علوم الواقعة ببلدة سهارنفور، وقرأت بقية الكتب في هذه المدرسة وحصلت السند فلما طلب هذا الشيخ مني السند واستجازني على الشروط المعتبرة عند علماء هذه الفنون، اعطيت هذه الصحيفة سندا وهو بحمد الله شاب صالح ذكي بارع اهل للدرس والافادة. فاوصيه بتقوى الله في السر والعلانية وان لا ينساني في دعواته في خلواته وجلواته. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔

حرره اشفاق الرحمن عفا الله عنه الكاندهلوي مدرس مدرسة فتحپوری دهلی

মাওলানা মওদূদী (রঃ) ১৯২৭ সালে দিল্লীর মাওলানা আশফাকুর রহমান কানধোলোবী থেকে হাদীস, ফিক্হ এবং আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والسلام على نبيه المصطفى وآله المجتبى ما دامت الارض والسموات العلى.

اما بعد فان اخانا فى الدين السيد ابا الاعلى المودودى قد قرأ على الجامع للامام الهمام ابو عيسى محمد بن
عيسى بن سورة الترمذى، ثم الموطا للامام الهمام مالك بن انس الاصبحى برواية يحيى بن يحيى الليثى المصمودى
واخذت كلا الكتابين قراءة وسماعا عن الشيخ خليل احمد حين كان مدرسا فى مدرسة سهارنفور، انه قال حدثنى
الشيخ محمد مظهر النانوتوى، انه قال حدثنى مولانا مملوك على، انه قال حدثنى الشاه محمد اسحاق الدهلوى قال
الشيخ المكرم حصل لى الاجازة والقراءة والسماعة من الشيخ عبد العزيز وحصل له الاجازة والقراءة والسماعة عن
الشيخ ولى الله الدهلوى، قال الشيخ ولى الله اخبرنا به الشيخ ابو الطاهر المدنى، عن ابيه الشيخ ابراهيم الكردى
عن الشيخ المزاحى، عن الشهاب احمد السبكى، عن الشيخ النجم الغيطى، عن الزين زكريا، عن العز عبد الرحيم
عن الشيخ عمر المراغى، عن الفخر بن البخارى، عن عمر بن طبرزد البغدادى، قال اخبرنا الشيخ ابو الفتح عبد
الملك بن ابى القاسم عبد الله بن ابى سهل الهروى الكروخى، قال نا القاضى الزاهد ابو عامر محمود بن القاسم
بن محمد الازدى، قال الكروخى واخبرنا الشيخ ابو نصر عبد العزيز بن محمد بن على بن ابراهيم الترياقى والشيخ
ابو بكر احمد بن عبد الصمد بن ابى الفضل بن ابى حامد الغورجى. قالوا انا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله
بن ابى الجراح الجراحى المروزى، انا الشيخ الثقة ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضيل المحبوبى المروزى
[illegible]
ح وقال الشيخ ولى الله الدهلوى واما موطا الامام مالك فاخبرنى وفد الله المالكى المكى قراءة منى عليه
من اوله الى اخره، نحو سماعه بجميعه على الشيخ حسن بن على العجيمى والشيخ عبد الله بن سالم البصرى المكى
قالوا اخبرنا الشيخ عيسى المغربى، بقراءته على الشيخ سلطان بن احمد المزاحى، بقراءته على الشيخ احمد بن خليل
بقراءته على النجم الغيطى بسماعه على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطى، بسماعه على ابى الحسن بن محمد بن ابى
الحسن النسابة، بسماعه على عمه ابى محمد الحسن بن ايوب النسابة، بسماعه على ابى عبد الله محمد بن جابر الوادياشى عن
ابى محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبى، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجى القرطبى، عن ابى
عبد الله محمد بن فرج مولى ابن طلاع، عن ابى الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار عن ابى عيسى يحيى
بن عبد الله قال اخبرنا عم والدى عبيد الله بن يحيى، قال اخبرنا والدى يحيى بن يحيى الليثى المصمودى عن
امام دار الهجرة مالك بن انس الا ابوابا ثلثة من آخر الاعتكاف لم يسمعه عن زياد بن عبد الرحمن عن الامام مالك بن انس رحمه الله

فلما طلب هذا الشيخ منى السند واستجازنى على الشروط المعتبرة عند علماء هذا الفن اعطيته
هذه الصحيفة سندا، وهو بحمد الله شاب صالح ذكى بارع اهل للدرس والافادة فاوصيه بتقوى
الله فى السر والعلانية وان لا ينسانى فى دعواته فى خلواته وجلواته وآخر دعوانا ان الحمد لله
رب العلمين

حرره

اشفاق الرحمن الكاندهلوى

المدرس فى مدرسة الفتحپورى

মরহুম মাওলানা ১৯২৮ সালে মাওলানা আশফাকুর রহমান কানধোলোবী থেকে জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে মালিক অধ্যয়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com